بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 9

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার, 5 মে, 2016 5 হিজরত, 1395 হিজরী শামসী 27 রজব 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

কোন ব্যক্তি দার্শনিকের নৌকায় বসিয়া সন্দেহের তুফান হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না; বরং সে অবশ্যই ডুবিয়া যাইবে এবং খাঁটি তওহীদের শরবত সে কখনও পাইবে না। ইহা সত্য কথা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত শক্তি না দেখিতে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তাহার হৃদয় হইতে বাহির হয় না। না খাঁটি তওহীদ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং না সে নিশ্চিতভাবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইতে পারে। এই পবিত্র ও পরিপূর্ণ তওহীদ কেবল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

যাহারা এই ধারণা লইয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনে না, বা ধর্ম ত্যাগ করে কিন্তু তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদাকে এক-অদ্বিতীয় জানে, সে-ও মুক্তি পাইয়া যাইবে এবং ঈমান না আনার বা মুরতাদ হওয়ার দরুন তাহার কিছুই ক্ষতি সাধিত হইবে না (যেমন আব্দুল হাকিম খানের বিশ্বাস, এইরূপ ব্যক্তিরা বস্তুতঃ তওহীদের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কেই অজ্ঞ। আমি বার বার লিখিয়াছি যে, শয়তানও খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া জানে। কিন্তু কেবল এক জানার দরুন মুক্তি লাভ করা সম্ভব নহে, বরং মুক্তি দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১) প্রথমটি এই যে,পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত খোদা তা'লার সত্তা ও একত্বের উপর ঈমান আনিতে হইবে।

২) দ্বিতীয়টি এই যে, আল্লাহ্‌ এক-অদ্বিতীয় জাল্লাশানুহুর পরিপূর্ণ প্রেম তাহার হৃদয়ে এইরূপে প্রবিষ্ট হইবে যে, ইহার প্রভাব ও প্রাধান্যের দরুন খোদা তা'লার অনুবর্তিতাই তাহার প্রাণের আনন্দ হইবে। ইহা ব্যতীত সে বাঁচিতেই পারে না। তাঁহার ভালবাসায় অন্যান্য সকল বস্তুর ভালবাসাকে সে পদদলিত করিবে এবং অস্বীকার করিবে। ইহাই প্রকৃত তওহীদ। আমাদের সৈয়্যদ ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা ব্যতীত ইহা লাভ করা সম্ভব নহে। কেন লাভ করা সম্ভব নহে? ইহার উত্তর এই যে, খোদার সত্তা অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যতর পর্দার অন্তরাল হইতে অন্তরালে এবং অত্যান্ত গোপন। মানব বুদ্ধি কেবল নিজ শক্তি দ্বারা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না এবং বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত কোন যুক্তি তাঁহার সত্তার অকাট্য প্রমাণ হইতে পারে না। কেননা, বুদ্ধির দৌড় ও বিস্তৃতি এই সীমা পর্যন্ত যাইতে পারে যে, এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা এক কথা এবং এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিশ্বাসকে পৌঁছানো যে, যে খোদার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইল তিনি প্রকৃতপক্ষেই আছেন-তাহা অন্য কথা। যেহেতু বুদ্ধি-জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সন্দেহজনক হইয়া থাকে, সেহেতু দার্শনিকেরা কেবল বুদ্ধি-জ্ঞানের দ্বারা খোদাকে সনাক্ত করিতে পারে না। বরং অধিকাংশ এইরূপ লোক , যাহারা কেবল বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা খোদাকে জানিতে চাহে, তাহারা অবশেষে নাস্তিকে পরিণত হয়। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে তাহারা যতই চিন্তা করুক না কেন ইহাতে তাহাদের কোনই ফায়দা হইতে পারে না। তাহারা খোদাতা'লার কামেল ব্যক্তিগণ সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। তাহাদের দলিল এই যে, তাহারা বলে, পৃথিবীতে এইরূপ হাজার হাজার বস্তু আছে, যাহাদের কোন উপকারিতা আমরা দেখিতে পাই না এবং আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই সকল বস্তুর স্রষ্টা সম্পর্কে কোন প্রমাণা পাওয়া যায় না; বরং এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব অযথা ও রহিত ভিত্তির উপর দেখিতে পাওয়া যায়। আফসোস, এই নির্বোধেরা জানে না যে, জ্ঞানশূন্যতা প্রমাণ করে না যে, বস্তু নাই। এই যুগে এই ধরণের লোক কয়েক লক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা নিজদিগকে প্রথম সারির জ্ঞানী ও দার্শনিক মনে করে এবং খোদা তা'লার সত্তাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করে। কাজেই বলা বাহুল্য যদি তাহারা কোন শক্তিশালী বুদ্ধি-জ্ঞানের প্রমাণ লাভ করিত তাহা হইলে তাহারা খোদা তা'লাকে অস্বীকার করিত না। যদি আল্লাহ জাল্লাশানুহুর সত্তা সম্পর্কে বুদ্ধি-জ্ঞানের নিশ্চিত কোন প্রমাণ তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিত তবে ভয়ঙ্কর নির্লজ্জতা এবং হাসি-ঠাট্টার সহিত তাহারা খোদা তা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হইত না। অতএব, কোন ব্যক্তি দার্শনিকের নৌকায় বসিয়া সন্দেহের তুফান হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না; বরং সে অবশ্যই ডুবিয়া যাইবে এবং খাঁটি তওহীদের শরবত সে কখনও পাইবে না। এখন ভাবিয়া দেখ, এই ধারণা কতখানি ভ্রান্ত ও দুর্গন্ধময় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওসীলা ব্যতীত তওহীদ লাভ করা যাইতে পারে এবং এইরূপ তওহীদ দ্বারা মানুষ মুক্তি পাইতে পারে। হে নির্বোধেরা! যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদার অস্তিত্বের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আসিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার তওহীদের উপর কীভাবে বিশ্বাস আসিতে পারে? অতএব নিশ্চিতভাবে জানিবে যে, নিশ্চিত তওহীদ কেবলমাত্র নবীর মাধ্যমেই পাওয়া যাইতে পারে, যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আরবের নাস্তিক ও কুধর্মাবলম্বীদিগকে হাজার হাজার স্বর্গীয় নিদর্শন দেখাইয়া খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী বানাইয়া দিয়াছেন এবং আজ পর্যন্ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খাঁটি ও পরিপূর্ণ অনুবর্তিতাকারীগণ ঐ সকল নিদর্শন নাস্তিকদের নিকট পেশ করে। ইহা সত্য কথা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত শক্তি না দেখিতে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তাহার হৃদয় হইতে বাহির হয় না। না খাঁটি তওহীদ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং না সে নিশ্চিতভাবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইতে পারে। এই পবিত্র ও পরিপূর্ণ তওহীদ কেবল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

নবীর মাধ্যমে শক্তিশালী নিদর্শন প্রকাশিত হয়, যেমন তাহারা খোদা তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁহার এক-অদ্বিতীয় হওয়া প্রমাণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁহারা খোদা তা'লার পরম স্নিগ্ধ ও প্রভাবশালী গুণাবলীকে পরিপূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়া তাঁহার মর্যাদা ও ভালবাসা (মানুষের) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এই সকল নিদর্শনের শিকড়। যখন এই সকল নিদর্শনের দরুন খোদা তা'লার অস্তিত্ব ও একত্ব এবং তাঁহার পরম স্নিগ্ধ ও প্রতাপশালী গুণাবলী সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মিয়া যায় তখন ইহার অনিবার্য ফল এই হয় যে, মানুষ খোদা তা'লাকে তাঁহার সত্তায় ও সামগ্রিক গুণাবলীতে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করে

এরপর আটের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনে আমীরুল মু'মেনীন (আইঃ)-এর বরকতময় উপস্থিতি।

ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ও অতুলনীয় শিক্ষা অনুসারে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিজ্ঞতাপূর্ণ ভাষণ।

প্রচার মাধ্যমের উচিত ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকেও পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা যেগুলিকে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান মেনে চলে।

লন্ডন, ১৯ শে মার্চ, ২০১৬ (আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিনিধি): আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) গত ১৯ শে মার্চ, ২০১৬ তারিখে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে ছাব্বিশটি দেশ থেকে মোট নয় শ'রও বেশি মানুষ অংশ গ্রহণ করেন যাদের মধ্যে প্রায় পাঁচশত অ-আহমদী এবং অ-মুসলিম অতিথি ছিলেন।

এই উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার মাননীয়া হাদিল কাসিমকে Ahmadiyya Muslim Prize for the advancement of peace পুরস্কার প্রদান করেন। মহাশয়া মধ্য-প্রাচ্যের প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়েও অভিবাসিত শিশুদের কল্যাণের জন্য অসাধারণ সেবামূলক কাজ করে চলেছেন।

শান্তি সম্মেলনের প্রদত্ত ভাষণে হুযুর আনোয়ার বলেন যে, পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের প্রত্যেক স্তরে আমাদের সাম্যতার ভিত্তিতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রচার মাধ্যমগুলিকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চিত্রের উত্তম দিকটিও উপস্থাপন করা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর বলেন প্রচার মাধ্যমকে পৃথিবী ব্যাপি বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠকেও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা উচিত যারা ইসলামের শান্তি প্রিয় শিক্ষাকে মেনে চলে এবং যারা সমাজের সুষ্ঠ অংশ বিশেষ। কিন্তু এর বিপরীতে প্রচার মাধ্যম কেবল ঐ সকল মুষ্টিমেয় লোকদের সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করছে যারা অনুচিত পন্থায় ইসলামের নামে পাশবিক ও নৃশংস অপরাধ করছে।

হুযুর বলেন, ইসলামে ধর্মত্যাগীদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারিত নেই এবং কুরান করীম ধর্মীয় স্বাধীনতার ধ্বজা বাহক। তিনি বলেন, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গুলির সাপ্লাই লাইন ছিন্ন করে দেওয়া হলে অচিরেই তারা ধ্বংস হবে। এই অনুষ্ঠানের পর পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত অন্য একটি অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার বলেন, ব্রিটেনকে ইউরোপীয় সংঘের অংশ হয়ে থাকা উচিত।

হুযুর তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমানে ইসলামের নামে সন্ত্রাসীরা মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে একটি ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। অথচ ইসলাম সম্পর্কে ভীত হওয়ার মত কোন বিষয় নেই। ইসলাম হল শান্তির ধর্ম এবং যারা এই শান্তি প্রিয় ধর্মের নামে নৃশংস অপরাধ করছে ইসলাম কোনক্রমেই তাদের এইরূপ অপকর্ম করার অনুমতি দেয় না।

হুযুর বলেন, কুরান করীমের প্রারম্ভিক সুরাতেই আল্লাহ তা'লাকে 'রাব্বুল আলামীন' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এমন খোদা যিনি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক, তিনি কিভাবে নিজের সৃষ্টিকেই হত্যা করার বা তাদের ক্ষতি করার আদেশ দিতে পারেন? তিনি বলেন, ইসলাম পারস্পরিক আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধানের প্রতি আহ্বান করে। কিন্তু যেখানে উপায়ান্তর থাকে না সেক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বল প্রয়োগেও বাধা প্রদান করে না। হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামে প্রতিশোধ গ্রহণের আকারে শাস্তি প্রদানের অবধারণাই নেই। বরং এর বিপরীতে সেই অপরাধী এবং সমাজের সংশোধন এবং কল্যাণ সাধন করাই হল কোন অপরাধের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে গিয়ে বলেন, ইসলামে ধর্মত্যাগের জন্য শাস্তি নির্ধারিত নেই। এর বিপরীতে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ সাধন ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করতে চায় তবে তাকে এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোন সরকার, গোষ্ঠী বা কোন ব্যক্তি তাকে কোন প্রকারের শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখে না।

তিনি বলেন, প্রচার মাধ্যমগুলির উচিত সমাজের ইতিবাচক বিষয়গুলির বিকাশ করা। বর্তমানে প্রচার মাধ্যম একটি শক্তিশালি প্রতিষ্ঠান। তাদের এই শক্তিকে সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির কাজে প্রয়োগ করা উচিত।

তাদের প্রচার করা উচিত যে, পৃথিবীতে বসবাসকারী মুসলমানদের অধিকাংশই শান্তি প্রিয় এবং ইসলামের শান্তি প্রিয় শিক্ষাকে মেনে চলে। এবং এটাও প্রচার করা উচিত যে, মুষ্টিমেয় লোক যারা ইসলামের নামে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে সেগুলির কোন সম্পর্ক নাই। হুযুর বলেন, এমনটি করা এজন্য জরুরী যে, কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের টিকে থাকার জন্য এই প্রচার অক্সিজেনের ভূমিকা পালন করে।

হুযুর বলেন, পশ্চিমি দেশগুলির সিরিয়ার সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখা উচিত যাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়। বিভিন্ন সরকার ও সংগঠনের উচিত কোন সরকারের পতন ঘটানোর পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দেওয়া। লিবিয়া এবং ইরাকের কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির সাপ্লাই লাইন ছিন্ন করা সম্ভব হল না। সাময়িক লাভের জন্য তাদের সঙ্গে অস্ত্র ও তেলের ব্যবসা অব্যাহত রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দোয়া করি এই সব সরকারগুলি মানবিকতার অনুভূতির বিকাশের জন্য নিজেদের দায়িত্বকে উপলব্ধি করবেন এবং সেই অনুসারে কাজ করবেন। এবং আমি দোয়া করি যে, পৃথিবীতে যেন ন্যায়-নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ)-এর ভাষণের পূর্বে এবং পশ্চাতে এই অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথিগণও নিজেদের বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে মাননীয় রফীক আহমদ, আমীর জামাত আহমদীয়া ব্রিটেন, সিবোহেন ম্যাক ডোনাঘ, মেম্বার অব পার্লামেন্ট, জ্যাক গোল্ডস্মিথ, মেম্বার অব পার্লামেন্ট এবং ২০১৬ সালে লন্ডনের মেয়র পদপ্রার্থী, মাননীয় লর্ড তারিক আহমদ বিটি সাহেব, মন্ত্রী , রাইট অনারেবল জাস্টিন গ্রীনিং, সেক্রেটারী অব স্টেট, ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট ও প্রমূখ।

সম্মানীয় বক্তাগণ পৃথিবীর অবস্থা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে হুযুর আনোয়ার (আইঃ)-এর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এর প্রসারের উপর জোর দেন।

(আল-ফজল ইন্টার ন্যাশনাল, ১৫ এপ্রিল, ২০১৬, পৃষ্ঠা-২)

ভুল সংশোধন

খণ্ড-১, সংখ্যা:৬- এর ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় খুতবা শিরোনামের নীচে থেকে দ্বিতীয় লাইনে 'মসীহ মওউদ (আঃ)'-এর স্থানে ভুলবশতঃ ' মুসলেহ মওউদ (আঃ)' এসেছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

দোযখের পরিচয়

"পাপাচারী মানুষ ইহলৌকিক জীবনে কামন-বাসনার এক জাহান্নাম স্বীয় অন্তরে বহন করে বেড়ায় এবং অকৃতকার্যতার মধ্যে এই জাহান্নামের জ্বালা অনুভব করে। অতঃপর যখন সে নশ্বর কামনা-বাসনা হতে দূরে নিক্ষিপ্ত হবে এবং যখন তাকে নৈরাশ্য আচ্ছন্ন করবে, তখন আল্লাহ তা'লা তার হা-হুতাশকে প্রকাশ্য অগ্নিরূপে তার নিকট প্রকাশ করবেন।"

(ইসলামী নীতি দর্শন, পৃষ্ঠা-১৪৮-১৪৯)

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় রচনাবলী, বক্তৃতা এবং বিভিন্ন বৈঠক ও অধিবেশনে কিছু কিছু বিষয় উপমার ভাষায় বা উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করতেন যা তাঁর সাহাবীদের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলীতে স্পষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ওপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ করেছেন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যিনি তাঁর খুতবা এবং বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন কথা বর্ণনা করেছেন যা সচরাচর তিনি স্বয়ং দেখেছেন বা শুনেছেন বা তাঁর নিকটবর্তী সাহাবীরা তাঁকে অবহিত করেছেন। বেশ কিছু কাল থেকে আমি এসব কথা এবং ঘটনাবলী খুতবায় বর্ণনা করে আসছি, যে কারণে আমি বেশ কিছু পত্র পেয়েছি যাতে বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত ঘটনাবলী বা উদাহারণ এবং উপমার মাধ্যমে আমাদের জন্য কথা বোঝা সহজ হয়ে উঠেছে। যাহোক আজকের খুতবাও এই প্রেক্ষিতেই প্রদান করা হবে।

আজকাল বিভিন্ন ইসলামী বিশ্বে যে সমস্ত স্ট্রাইক বা ধর্মঘট এবং বিদ্রোহ দেখা দেয় সেখানে সাধারণত জনগণ এবং সরকারের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় পরস্পরের অধিকার প্রদান না করার কারণে, এর পাশাপাশি কোন কোন স্থানে এর পেছনে শয়তানী অপশক্তিরও ভূমিকা থাকে।

আমাদের আলস্যের জন্য রোগকে দায়ী করা উচিত নয় যা সচরাচর আমরা করে থাকি। তাই যারা অলস আর আলস্যের কারণে আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে তাদের দেহ নয় বরং তাদের হৃদয় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। তারা যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আমরা পরিশ্রম করব তাহলে এসব আলস্য দূরীভূত হতে পারে।

অনেক সময় মোহরানা প্রদান তো দূরের কথা মহিলা নিজে যে আয় করে তার ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় যে, জিজ্ঞেস না করে খরচ করবে না বা আমাদেরও তা থেকে দাও, এই পুরো আয়ের এত অংশ আমাদের কাছে আসা উচিত বা আমাদের ব্যাংক একাউন্টে যাওয়া উচিত, এটি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ আচরণ। অনুরূপভাবে কিছু দরিদ্র পরিবারে বা কোন কোন ক্ষেত্রে এসব দরিদ্র দেশের রীতি হলো বিয়ের সময় মেয়ের স্বামী বা শ্বশুরের কাছ থেকে মেয়ের পিতামাতাই হস্তগত করে আর মেয়ে কিছুই পায় না, সে বিয়ের পরও খালি হাতেই থেকে যায়। এটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত রীতি।

তাই অনেকের জন্য আবশ্যক হবে সম্পূর্ণভাবে ধর্মের প্রতি মনোযোগী থাকা। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অন্যান্য যারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ তারা জাগতিক আয় উপার্জনও করবেন আর একই সাথে নিজেদের সম্পদ এবং সময়ের কিছু অংশও ব্যয় করবেন এবং ইবাদত ও ধর্মীয় কাজে সময় দিবেন, ইস্তেগফারও করবেন আর দোয়াও করবেন।

সেই সমস্ত নীতিগত বিষয় যা আমাদের শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থি তা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত বা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত। আরআমাদের যদি জাগতিকতার ক্ষেত্রে অনুকরণ করতেই হয়, প্রথমত এটি তো জাগতিকতার অনুকরণ নয়, কিন্তু যদি অনুকরণ করতেই হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.) হলেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর অনুকরণ এবং অনুসরণ করা উচিত বা এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমাদের সামনে আদর্শ বানিয়েছেন, তিনি তাঁর মুনিবের কাছে যা শিখেছেন তাই আমাদেরকে অবহিত করেছেন, সেই অনুসারে আমাদের জীবন যাপন করা উচিত।

বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হলো হৃদয়ের প্রশান্তি এবং বংশবিস্তার। তাই খোদা তা'লার কাছে তাঁর কৃপার ভিক্ষা চাওয়া উচিত, যদি খোদার দৃষ্টিতে শুভ হয় তাহলে যেন এ সম্পর্ক হয়, নতুবা মন থেকে সেই আকর্ষন যেন উবে যায়। এই যে জাগতিক ভালোবাসা, আকর্ষণ এগুলো ক্ষনস্থায়ী। জাগতিক ভালোবাসাও খোদার ভালোবাসা বা খোদা প্রেমের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত।

সৈয়্যদ আসাদুল ইসলাম শাহ সাহেব ইবনে মুকাররম সৈয়্যদ নাঈম শাহ সাহেব অব গ্লাসগোর শাহাদত বরণ। শহীদের সৎগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ১লা মে, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১ লা শাহাদত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্বৃতি পড়ে শুনিয়েছিলাম যাতে তিনি বলেছেন যে, তোমরা যারা আমার যুগে জন্ম গ্রহণ করেছ আনন্দিত হও এবং আনন্দের বহিঃপ্রকাশ কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এই যুগে সৃষ্টি করে সেই সকল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা সেই যুগ মসীহ্র যুগ দেখার সুযোগ পেয়েছে যার অপেক্ষায় বহু প্রজন্ম এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। সেই উদ্বৃতির সারমর্ম এটিই ছিল যা আমি নিজের ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আমরা আহমদীরা নিঃসন্দেহে সেই সকল সৌভাগ্যবান মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে আর সেই সকল মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলে। আর আমরা সেই সব দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেনি। বরং কতক এমন দুর্ভাগাও আছে যারা বিরোধিতায় সকল সীমা লঙ্ঘন করেছে আর এভাবে তারা খোদার প্রেরীত মহাপুরুষের দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বিশৃঙ্খলার শিকার হয়েছে। সুতরাং এজন্য খোদার দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন আর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে

যে সব প্রশ্ন উঠে সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সেগুলোর সমাধানও তাঁর প্রেরীত মহাপুরুষের মাধ্যমে আমাদের অবহিত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় রচনাবলী, বক্তৃতা এবং বিভিন্ন বৈঠক ও অধিবেশনে কিছু কিছু বিষয় উপমার ভাষায় বা উদাহারণের মাধ্যমে বর্ণনা করতেন যা তাঁর সাহাবীদের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলীতে স্পষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ওপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ করেছেন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যিনি তাঁর খুতবা এবং বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন কথা বর্ণনা করেছেন যা সচরাচর তিনি স্বয়ং দেখেছেন বা শুনেছেন বা তাঁর নিকটবর্তী সাহাবীরা তাঁকে অবহিত করেছেন। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বা উপমার মাধ্যমে কথা বোঝা সহজসাধ্য হয়ে যায়। বেশ কিছু কাল থেকে আমি এসব কথা এবং ঘটনাবলী খুতবায় বর্ণনা করে আসছি, যে কারণে আমি বেশ কিছু পত্র পেয়েছি যাতে বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত ঘটনাবলী বা উদাহারণ এবং উপমার মাধ্যমে আমাদের জন্য কথা বোঝা সহজ হয়ে উঠেছে। যাহোক আজকের খুতবাও এই প্রেক্ষিতেই প্রদান করা হবে।

এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করেন যে, হড়তাল বা স্ট্রাইক করা বৈধ কিনা। এ সম্পর্কে নীতিগতভাবে এটিও দেখা উচিত যে, হড়তাল বা স্ট্রাইক কেন করা হয়, এর মৌলিক কারণ কি? এর মৌলিক কারণ হলো অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান করা হয় না। জাগতিক বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় কখনও মালিক শ্রমিকের অধিকার বা প্রাপ্য দেয় না আবার অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক যখন সুযোগ পায় তখন মালিকের অধিকার প্রদান করে না এবং এক বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি দেখা দেয়। কখনও সরকার প্রজার অধিকার প্রদান করে না আর কখনও প্রজা সরকারের প্রাপ্য প্রদান করে না। মালিক এবং সরকার যদি অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান না করে তাহলে স্পষ্টতই প্রতিক্রিয়া সামনে আসে। কিন্তু শ্রমিক বা প্রজা যদি প্রাপ্য এবং অধিকার প্রদান না করে তখন তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শিত হয়। সুতরাং জাগতিক কাজ কর্মে মানুষ একটি শয়তানী চক্রে পরিবেষ্টিত। তাই ইসলামী শিক্ষা হলো, তোমরা পরস্পরের শত্রু হয়ো না বরং পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে পরস্পরের প্রতি যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনের চেষ্টা কর, অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টা কর, তাহলে জাগতিক ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিবে না। এ প্রসঙ্গে এটি হলো, ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী সংস্কৃতির সার কথা। আর এটি শুধু ইসলামী সরকার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং যেখানে জাগতিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র রয়েছে সেখানেও অধিকার প্রদানের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। আর যেখানে অধিকার নেওয়ার প্রশ্ন আসে সেখানে স্ট্রাইক বা ধর্মঘটের পরিবর্তে এবং বেআইনী গতিবিধির পরিবর্তে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যাহোক এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলামী ইমারতের ভিত্তি ন্যয়-নীতি এবং ভালোবাসার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই নিজের অধিকার পাওয়ার জন্যও সেই রীতি অবলম্বন করা উচিত যা ন্যায়-নীতি এবং ভালোবাসা ভিত্তিক। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে কোন আহমদী স্ট্রাইকে অংশ করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।”

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩)

আজকাল বিভিন্ন ইসলামী বিশ্বে যে সমস্ত স্ট্রাইক বা ধর্মঘট এবং বিদ্রোহ দেখা দেয় সেখানে সাধারণত জনগণ এবং সরকারের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় পরস্পরের অধিকার প্রদান না করার কারণে, এর পাশাপাশি কোন কোন স্থানে এর পেছনে শয়তানী অপশক্তিরও ভূমিকা থাকে। সরকার যদি ন্যায় ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখে তাহলে যে সমস্ত শয়তানী অপশক্তি বা বহিরাগত শক্তি রয়েছে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তারাও কোন সুযোগ পাবে না কেননা জনসাধারণের প্রাপ্য অধিকার যদি প্রদান করা হয় তাহলে কেউ কোন মৌলভী বা কোন নৈরাজ্যবাদী বা কোন দুস্কৃতকারী বা কোন বিদ্রোহী আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর পেছনে চলবে না। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান দেশগুলোকে বিশেষ করে পাকিস্তানকে অর্থাৎ এসব দেশের শাসকদের তৌফিক দিন তারা যেন জনসাধারণের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারে। অনুরূপভাবে সব আহমদীরও দোয়া করা উচিত। যদি কোন ক্ষেত্রে কোন আহমদীকে জোর পূর্বক ধর্মঘটে যুক্ত করার চেষ্টাও করা হয় তবুও বাধ্য বাধকতার ক্ষেত্রেও তাদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যা জনগণের ও সরকারী সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়।

কোন মানুষ যে পেশার সাথেই যুক্ত হোক না কেন সে যদি নিজের কাজে আগ্রহ রাখে তাহলে স্বীয় সকল শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করে সে সেই কাজ করার চেষ্টা করে। এটি একটি সাধারণ রীতি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদাহারণ দিয়ে বলেন, কেউ যদি সৈন্য হয়ে থাকে বা শিক্ষক বা বিচারক বা উকীল বা ব্যবসায়ী অথবা কেউ সংসদের সেক্রেটারী হোক বা স্পিকার বা সরকারের কোন মন্ত্রী হোক বা যেই হোক না কেন, যে সততা এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করে, এবং পুরো সময় দিয়ে যে কাজ করে আর সন্ধ্যার সময় যখন ক্লান্ত ও অবশ্রান্ত অবস্থায় বসে তখন সে এটিই বলে যে, সারাদিনের ব্যস্ততা এবং কাজের বোঝা আমাদের বিধ্বস্ত করে তুলেছে। কিন্তু আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি যে, তিনি আমাদের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন তা কেবল তাঁরই বিশেষত্ব। এই সমস্ত কাজ, যা জীবনের বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষ করে থাকে, সেসব কাজ তাদের সবার চেয়ে বেশি তিনি (সা.)-কে করতে দেখা যায়। তিনি (সা.) বিচারকও ছিলেন, শিক্ষকও ছিলেন আবার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্বাবলীও পালন করতেন কেননা তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন আর আইন প্রণয়নও করতেন বা আইনের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতেন। আর একই সাথে সংসারিক কাজকর্মও করতেন, স্ত্রীদের সাহায্য করতেন। তিনি কখনও এটি বলেননি যে, আমি অনেক ব্যস্ত মানুষ, তাই তোমাদের ঘরের কাজে সাহায্য করতে পারব না। এর ওপর কিছুটা বিশদ আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, দেখ! মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করতেন আর এত গভীর মনোযোগ সহকারে প্রদান করতেন যে, প্রত্যেক স্ত্রী এটিই মনে করতেন যে, তাঁর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আমার প্রতি। আর স্ত্রীও একজন নয় বরং তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু নয় জন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাদের একজনও এটি মনে করতেন না যে, আমার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। রসূলে করীম (সা.)-এর রীতি ছিল আসরের নামাযের পর একবার তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে যেতেন এবং তাদের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন। অনেক সময় ঘরের কাজেও তিনি তাদের সাহয্য করতেন। যা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে এসব কাজ ছাড়াও তাঁর আরও অনেক কাজ ছিল যা তিনি (সা.) করতেন। তাঁর জীবনের কোন একটি মুহূর্তও অবসর প্রাপ্তি বা কর্মশূন্য ছিল না। আপনারা সেই দেশে বসবাস করেন যে দেশ সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি ম্যালেরিয়া প্রবণ দেশ। (এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক দেশে বসবাসকারী মানুষ অকর্মণ্যতা বা আলস্যের কারণ হিসেবে সেই এলাকায় বসবাসকে দায়ী করে এবং বলে যে, এটি ম্যালেরিয়া কবলিত দেশ, এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ রয়েছে, মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। আর এ কারণেই তিনি এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এত সব কাজ করতেন আর সাংসারিক কাজও করতেন। অথচ তিনিও সেই অঞ্চলেই বসবাস করতেন যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। আফ্রিকা এবং এশিয়ার মানুষ অজুহাত দেখায় করে যে, আমাদের আলস্যের কারণ এটি আর কাজ না করার কারণ সেটি। কিন্তু এই কারণগুলো সেখানেও বিদ্যমান ছিল যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসবাস করতেন।) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও আমরা দেখেছি যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাজের অবস্থা যা ছিল তা হলো, আমরা যখন ঘুমাতাম তখনও তাঁকে কাজে রত দেখতাম আর যখন চোখ খুলতাম তখনও তাকে কাজেই রত পেতাম। এত পরিশ্রম আর এত কষ্ট করা সত্যেও যে সমস্ত বন্ধুরা তার বইয়ের প্রুফ পড়ার কাজে অংশ নিত তিনি তাদের এতটাই সাহায্য করতেন যে, এশার সময়ও যদি কেউ ডাকত যে, হুযূর আমি প্রুফ নিয়ে এসেছি তাহলে তিনি বিছানা থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত যেতে গিয়ে রাস্তায় বেশ কয়েকবার বলতেন যে, জাযাকুমুল্লাহ্ আপনার বড় কষ্ট হয়েছে, জাযাকুমুল্লাহ্ আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, অথচ সেই কাজ অর্থাৎ প্রুফ রিডার যে কাজ করতো তা সেই কাজের মোকাবেলায় কিছুই নয় যা তিনি (আ.) নিজে করতেন। তো আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে এমন বা এতটা কাজের অভ্যাস দেখেছি আর এটি দেখে আমরা আশ্চর্য হতাম। অসুস্থতার কারণে অনেক সময় তাঁকে পাঁয়চারি করতে হতো আর সেই অবস্থায়ও তিনি কাজ করতেন। ভ্রমণের জন্য গেলেও রাস্তায় বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলের কথা বলতেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন, অথচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই ম্যালেরিয়া কবলিত অঞ্চলেই বসবাস করতেন।”

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের আলস্যের জন্য রোগকে দায়ী করা উচিত নয় যা সচরাচর আমরা করে থাকি। তাই যারা অলস আর আলস্যের কারণে কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে তাদের

দেহ নয় বরং তাদের হৃদয় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। তারা যদি স্থির করে ফেলে যে, আমরা পরিশ্রম করব তাহলে এসব আলস্য দূরীভূত হতে পারে। ম্যালেরিয়া কবলিত অঞ্চল তো একটি অজুহাত মাত্র, যারা সেই সব অঞ্চল থেকে এখানে অর্থাৎ ইউরোপে এসে বসতি গেড়েছে তাদের মাঝেও অনেকে এমন আছে যারা ঘরে বসে থাকে, সারাদিন ঘরে বসে হয়তো টেলিভিশন দেখে বা স্ত্রীদের সাথে ঝগড়া বিবাদে রত থাকে বা ছেলেমেয়েদের সাথে এমন ব্যবহার করে যে, তারাও বিরক্ত হয়ে যায়। অতএব এটি কোন রোগ নয় বরং মানুষ আসলে অজুহাত দেখিয়ে থাকে যে, আমরা অসুস্থ। এটি কার্যত আলস্য এবং অকর্মণ্যতা কেননা এখানে জীবন জীবিকার চিন্তা নেই, কোন অজুহাত দেখিয়ে মানুষ বেকার ভাতা তো পেয়েই যায়, তাই কোন কাজ করে না। তাই এই আলস্য এবং অকর্মণ্যতা এখানে বসবাসকারী লোকদেরও পরিহার করতে হবে।

ইসলামে মহিলাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার একটি রীতি হলো যখন তার বিয়ে হয় তখন তার জন্য একটি মোহরানা নির্ধারিত হয়। অতএব সেই মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করা উচিত। অনেকেই মনে করে যে, কেবল খোলা বা তালাকের ক্ষেত্রেই মোহরানা দিতে হয়। কিন্তু এখানে মোহরানার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো, এটি সেই টাকা যা মহিলার হস্তগত হওয়া চাই যেন প্রয়োজনে যদি তার কোন খরচ করতে হয়, যে খরচের টাকা স্বামীর কাছে চাইতে সে দ্বিধাবোধ করে বা তার লজ্জা হয় তাহলে সে যেন তা থেকে ব্যয় করতে পারে। অথবা অনেক সময় এমন প্রয়োজন দেখা দেয় যা যথাসময়ে স্বামীও পূরণ করতে পারে না। মহিলার কাছে কিছু জমা থাকলে তিনি তার চাহিদা অনুসারে বা প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে খরচ করতে পারেন। যদি হক্বমোহর নাই বা দেওয়ার থাকে তাহলে এই যে দু'টি পরিস্থিতির কথা আমি উল্লেখ করলাম সেগুলো বা অন্য কোন প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না। যেমন কোন মহিলার নিজের প্রয়োজন থাকে, কোন আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করতে হয় তখন স্বামীর কাছে সে হাত পাততে চায়না, তাই তার কাছে এই টাকা থাকা উচিত। এমন কিছু টাকা তার কাছে অবশ্যই থাকা উচিত যা তার তাৎক্ষনিক প্রয়োজন বা নিজ পছন্দের কোন স্থানে খরচ করতে পারে।

অনেক সময় মোহরানা প্রদান তো দূরের কথা মহিলা নিজে যে আয় করে তার ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় যে, জিজ্ঞেস না করে খরচ করবে না বা আমাদেরও তা থেকে দাও, এই পুরো আয়ের এত অংশ আমাদের কাছে আসা উচিত বা আমাদের ব্যাংক একাউন্টে যাওয়া উচিত- এটি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ আচরণ। অনুরূপভাবে কিছু দরিদ্র পরিবারে বা কোন কোন ক্ষেত্রে এসব দরিদ্র দেশের রীতি হলো বিয়ের সময় মোহরানার অর্থ মেয়ের স্বামী বা শ্বশুরের কাছ থেকে মেয়ের পিতামাতাই হস্তগত করে আর মেয়ে কিছুই পায় না, সে বিয়ের পরও খালি হাতেই থেকে যায়। এটি সম্পূর্ণভাবে অনুচিত পন্থা, এটি মেয়েদের বিক্রি করার নামান্তর যা সম্পর্কে ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । অনুরূপভাবে অনেক সময় কোন কোন মেয়ে স্বামীদের মোহরানা মার্জনা করে দেয় কিন্তু এর জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে যে, তাদের হাতে পয়সা দেওয়ার পর জিজ্ঞেস কর। বরং হযরত ওমর (রা.) এবং কিছু কিছু ইমাম ও বুযুর্গদের সিদ্ধান্ত হলো, মোহরানা মহিলার হাতে তুলে দাও, এরপর এক বছর পর্যন্ত তা তার কাছে থাকবে, এরপর যদি মহিলা চায় তাহলে স্বামীকে তা ফেরত দিতে পারে। অতএব প্রথমে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত, এরপর যদি সে চায় তাহলে ক্ষমা করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মোহরানা মাফ করা সংক্রান্ত এমনই একটি ঘটনা শুনান যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবীর ঘটনা। হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব আমাদের জামাতের প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার দুই স্ত্রী ছিলেন। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, মোহরানা প্রদান করা শরীয়তের নির্দেশ, মহিলাদের তা অবশ্যই দেওয়া উচিত। তখন হাকীম সাহেব বলেন যে, আমার স্ত্রীরা আমাকে ক্ষমা করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, আপনি কি তাদের হাতে টাকা রেখে তারপর ক্ষমা করিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, না হুযূর! আমি এমনিতেই বলেছিলাম আর তারা ছেড়ে দিয়েছে বা মওকুফ করে দিয়েছে। হুযূর বলেন, প্রথমে তাদের ঝুলিতে টাকা রাখুন, এরপর মওকুফ করান কিন্তু এটিও নিম্নমানের নেকী। আসল কথা হলো, টাকা অন্তত এক বছর মহিলার কাছে থাকা উচিত, এই সময়ের ভিতর যদি ক্ষমা করে তাহলে যথার্থ হবে। তার দুই স্ত্রী ছিলেন আর মোহরানা ছিল পাঁচশত রুপিয়া করে। হাকীম সাহেব কোন স্থান থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাদের হাতে পাঁচ শত রুপিয়া করে তুলে দেন এবং বলেন, তোমাদের স্মরণ থাকবে যে, তোমরা মোহরানা মওকুফ করে দিয়েছ, তাই এখন এই রুপিয়া আমাকে ফেরত দাও। তখন তার স্ত্রীরা বলে, আমরা তো জানতাম না যে, আপনি আমাদেরকে রুপিয়া দিবেন, তাই আমরা মওকুফ করেছিলাম কিন্তু এখন যখন রুপিয়া আমাদের হাতে এসে গেছে তাই আমরা তা আর ফেরত দিচ্ছি না। হাকীম সাহেব এসে এই ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শুনান যে, আমি ভেবেছিলাম এই রুপিয়া আমি ফিরে পাব, তাই এক হাজার রুপিয়া ঋণ করে উভয় স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে তা প্রদান করেছি কিন্তু এখন রুপিয়া নিয়ে তারা তা মাফ করতে অস্বীকার করছে। হুযূর এটি শুনে হাসেন এবং বলেন যে, এটিই সঠিক রীতি, প্রথমে মহিলার হাতে মোহরানা রেখে দাও, এর কিছুদিন পর যদি তারা ক্ষমা করতে চায় তাহলে করতে পারে কিন্তু তা না দিয়েই ক্ষমা আদায় করা, এটি অলীক বা ফাঁকা অনুগ্রহ আদায় করারই নামান্তর। কোন কিছু স্ত্রীর হাতে না দিলে ফাঁকা বা অলীক অনুগ্রহ আদায় করা হয় কেননা মহিলা জানে যে, মোহরানা দেয়নি আর দেবেও না, এখন যেহেতু ক্ষমা চাচ্ছে তাই চল অলীক অনুগ্রহই করি। মহিলার হাতে মোহরানা আসার পর যদি সে সানন্দে ক্ষমা করে তাহলে ঠিক আছে নতুবা তার মোহরানা যদি দশ লক্ষ রুপিয়া হয় আর তা তার হাতে না আসে তাহলে সে তা-ও দিয়ে দিবে কেননা সে জানে যে, এর থেকে তো কিছু দিতে হবে না, এটি কেবল কথার কথা, তাই এটি বলতে অসুবিধা কি। তাই ক্ষমা আদায়ের পূর্বে মোহরানা তাদের হাতে রেখে দেওয়া আবশ্যক। যদি এই মোহরানা এমন সময়ে দেওয়া হয় যখন তারা নিজেদেরই ব্যয় খাত সম্পর্কে অবহিত থাকে না, অনেক সময় মহিলারা জানেন না যে, কোন স্থানে খরচ করতে হবে বা ব্যয় হবে অথবা অনেক সময় মেয়ের পিতামাতা নিজেরাই জবরদস্তি ছেলের কাছ থেকে বা তার পিতামাতার কাছ থেকে মোহরানার টাকা হস্তগত করে, এটি অবৈধ। এটি কন্যাকে বিক্রি করার নামান্তর যা কোনভাবেই বৈধ নয়।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৭)

এরপর যাকাত রয়েছে। যাকাত প্রদান করা আবশ্যিক কর্তব্যের অন্তর্গত। প্রত্যেক ব্যক্তি যার ক্ষেত্রে যাকাতের শর্ত পূরণ হয় তার জন্য যাকাত প্রদান আবশ্যক। কিন্তু কিছু এমন বুযুর্গও রয়েছেন যাদের কাছে যত সম্পদই আসুক আর যত আয়ই হোক না কেন তারা তা খোদার পথে ব্যয় করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এমনই এক পুণ্যবান ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীতে কতক এমন মানুষও রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি যে, কেউ এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যে, কত টাকার ওপর যাকাত আবশ্যক হয়। তিনি বলেন, তোমার জন্য বিষয় হলো, প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা যাকাত প্রদান কর। সেই ব্যক্তি তখন প্রশ্ন করে, আপনি যে, বললেন তোমার জন্য, এই তোমার জন্য শব্দের অর্থ কি?যাকাতের বিষয় কি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তন হতে থাকে? তিনি বলেন যে, হ্যাঁ, তোমার কাছে যদি চল্লিশ রুপিয়া থাকে তা থেকে এক রুপিয়া যাকাত দেওয়া তোমার জন্য আবশ্যক কিন্তু আমার কাছে যদি চল্লিশ রুপিয়া থাকে তাহলে আমার জন্য ৪১ রুপিয়া যাকাত হিসেবে দেওয়া আবশ্যক কেননা তোমার পদমর্যাদা এমন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি উপার্জন কর এবং খাও কিন্তু আমাকে তিনি এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, আমার ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করেন, এখন যদি নির্বুদ্ধিতা বশতঃ আমি চল্লিশ টাকা জমা করি তাহলে সেই চল্লিশ টাকাও দিব আর এক রুপিয়া জরিমানাও দিব।"

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৫৪৬)

তো এই ছিল পুণ্যবানদের অবস্থা।

তাই অনেকের জন্য আবশ্যক হবে সম্পূর্ণভাবে ধর্মের প্রতি মনোযোগী থাকা। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অন্যান্য যারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ তারা জাগতিক আয় উপার্জনও করবেন আর একই সাথে নিজেদের সম্পদ এবং সময়ের কিছু অংশও ব্যয় করবেন এবং ইবাদত ও ধর্মীয় কাজে সময় দিবেন, ইস্তেগফারও করবেন আর দোয়াও করবেন। আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে যে সম্মান, সম্পত্তি আর খ্যাতি দিয়েছেন এগুলো খোদার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ, তাই এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হলো তা থেকে অন্যদের খাতিরেও যেন ব্যয় করা হয়।

কিছু মানুষ ব্যবসায়িক মনমানসিকতার হয়ে থাকে বা কৃত্রিমভাবে অনুকরণপ্রিয়তার বশবর্তী হয়ে তারা এমন কাজ করে বসে যা জামাতী রীতি-নীতির পরিপন্থি বা ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। ওহদাদারদের মাঝেও

এমন মানুষ রয়েছে। অনেক সময় স্থানীয় আঞ্জুমানও এমন সিদ্ধান্ত করে বসে। কাদিয়ানে একবার স্থানীয় জামাত একটি ফর্ম ছাপায় এবং অন্যদের মাঝে এক আনায় তা বিক্রি করা আরম্ভ করে, (চার পয়সায় এক আনা হয়) সম্ভবত রিপোর্ট ফর্ম এর মত কোন ফর্ম ছিল সেটি। আজও কিছু মানুষ এ ধরণের নতুন জিনিস উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে আর নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে যায়। যাহোক তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাদের যেভাবে বুঝিয়েছেন তা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি বলেন, আমি জামাতের সদস্যদের বলবো যে, নিজেরা সকল কাজে শরীয়তের শিক্ষা অনুসরণ করুন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করুন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অনুসরণ করুন। সম্প্রতি আমাকে একটি কাগজ দেখানো হয়েছে। আমি শুধু এটি দেখেছি যে, এই কাগজটি একটি ফর্মের মত ছিল, তাতে ফর্মের মতই ছক ছিল কিন্তু যিনি আমাকে তা দেখিয়েছেন তিনি বলেন যে, এটি এক আনায় বিক্রি হয় আর জানা গেছে যে, আমাদের স্থানীয় আঞ্জুমান এটির উদ্ভাবন করেছে। সরকারী টিকিট বা খাম দেখে তারা ভেবেছে যে আমরাও একটি কাগজ বানিয়ে এর মূল্য নির্ধারণ করব। 'কাক হাঁসের চলন ভঙ্গী অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের চলনও ভুলে গেছে' -এমনই একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। আমি এখানে ঠিক এর উল্টোটি বলব। অর্থাৎ হাঁস কাকের চলন ভঙ্গী অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের চালটাও ভুলে গেছে। জাগতিক সরকারের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক যে, আমরা তাদের অনুকরণ করব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমন কোন ফর্ম বানাননি। তাই শত্রুকে অনর্থক আপত্তির সুযোগ করে দেওয়া কোথাকার বুদ্ধিমত্তা। এমন কথার ফলশ্রুতিতেই শত্রুরা ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ পায় আর বলে, জানা নেই যে, তারা এটি কি করছে। কাজ কোন একজন করে আর বদনাম হয় জামাতের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন যে, স্থানীয় কমিটির অবস্থা তদ্রুপই। যেমন গুরুদাসপুরে এক বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি বসবাস করতেন। তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন, বড় দাড়ি ছিল এবং অনুলিপি লেখক ছিলেন। তার রীতি ছিল যখনই কোন বন্ধুকে দূর থেকে দেখতেন আস্সালামুআলাইকুম বলার পরিবর্তে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উত্তোলন করতেন আর কাছে পৌঁছলে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করতেন এবং একই সাথে লাফাতে থাকতেন। তিনি প্রায় সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। তারও আমাদের স্থানীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট-এর মত অনুকরণের অভ্যাস ছিল। হুযূর এখানে অনুকরণের অভ্যাসের উদাহরণ দিচ্ছেন যে, অনেকেই অনুকরণ বশতঃ অন্যায় কাজ করে বসে। সেই ব্যক্তি যেহেতু কোর্টে অনুলিপি লেখক ছিলেন তাই তার ইচ্ছা ছিল আমিও মেজিস্ট্রেট সাজব, আর ফাইল বা রেকর্ড প্রস্তুত করার নির্দেশ দিব। কিন্তু এই বাসনা যেহেতু পূর্ণ হয়নি তাই ঘরে তিনি একটি রীতি উদ্ভাবন করেন আর লবনের একটি ফাইল প্রস্তুত করেন। একইভাবে ঘিয়ের রেকর্ড, মরিচের ফাইল, জ্বালানির ফাইল ইত্যাদি প্রস্তুত করে রাখেন। অফিস থেকে যখন ঘরে আসতেন তখন তিনি একটি ঘড়া উল্টিয়ে তার ওপর বসে যেতেন, স্ত্রী বলতো যে, লবন প্রয়োজন। তিনি স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলতেন যে, রিডার অমুক ফাইল নিয়ে আস, স্ত্রী ফাইল নিয়ে আসলে সেটি পাঠ করার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করতেন এবং বলতেন যে, আচ্ছা এতে এই কথা রেকর্ড করা হোক যে, আমার নির্দেশে এতটা লবন দেওয়া হচ্ছে। একদিন দুর্ভাগ্যবশত সেই বেচারার কিছু রেকর্ড বা ফাইল আদালত থেকে চুরি হয়ে যায়, তদন্ত আরম্ভ হয় এবং তার এক প্রতিবেশী তখন বলে যে, সরকার যদি আমাকে পুরস্কার দেয় তাহলে আমি ফাইলের সংবাদ দিতে পারি। তাকে বলা হয় যে, ঠিক আছে বল। সে প্রতিদিন যেহেতু প্রতিবেশীর ঘর থেকে ফাইলের বা রেকর্ডের কথা শুনতো তাই তাৎক্ষনিকভাবে সে সেই বৃদ্ধের কথা উল্লেখ করে। পুলিশ তাদের সকল সাজসরঞ্জামসহ তার ঘরের চতুর্পাশে সমবেত হয়। এরপর যখন ফাইল বেরিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে, কোনটি লবনের, কোনটি ঘি-এর এবং কোনটি মরিচের ফাইল বা রেকর্ড ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এই দৃশ্যই আজ আমরা এখানে দেখি যে, আমাদের বন্ধুরা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জিনিসকে খুবই উত্তম মনে করে এর অনুকরণ আরম্ভ করে।"(খুতবাতে মাহমুদ, ১৬তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৯-২৩০) তারা এটি দেখে না যে, এর প্রয়োজন কি? সুতরাং এখানে কোন ফরম বা এর মূল্যের প্রশ্ন নয় বরং সেই সমস্ত নীতিগত বিষয় যা আমাদের শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থি তা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত বা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত। আর আমাদের যদি জাগতিকতার ক্ষেত্রে অনুকরণ করতেই হয়, প্রথমত এটি তো জাগতিকতার অনুকরণ নয়, কিন্তু যদি অনুকরণ করতেই হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.) হলেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর অনুকরণ এবং অনুসরণ করা উচিত বা এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমাদের সামনে আদর্শ বানিয়েছেন, তিনি তাঁর মুনিবের কাছে যা শিখেছেন তাই আমাদেরকে অবহিত করেছেন, সেই অনুসারে আমাদের জীবন যাপন করা উচিত।

একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-তাঁর নিজস্ব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ বছর বা তাঁর তিরোধানের পর প্রথম খিলাফতের কোন রমযান ছিল, অধিক গরমের কারণে বা সেহরীর সময় পানি পান করতে না পারার কারণে এক রোযায় আমার ভয়াবহ পিপাসা লাগে, এমনকি আমার অচেতন হওয়ার শঙ্কা দেখা দেয় অথচ সূর্য ডুবতে তখনও এক ঘন্টা বাকী ছিল। আমি শ্রান্ত এবং অবসন্ন হয়ে একটি বিছানার ওপর পড়ে যাই আর দিব্য দর্শনে দেখি যে, কেউ আমার মুখে পান পুরে দিয়েছে। আমি সেই পান চোসার পর আমার সব পিপাসা দূর হয়ে যায়। কাশফের এই অবস্থা কেটে যাওয়ার পর আমি দেখি যে, পিপাসার নাম চিহ্নও নেই। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই আমার পিপাসার নিবারণ করেন আর পিপাসা নিবারিত হওয়ার পর পানি পান করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। (প্রয়োজন তো তখন ছিল যখন পিপাসা লেগেছিল) আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে চাহিদা পূরণ করা, তা উপযুক্ত উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমেই হোক বা এর প্রতি অনিহা সৃষ্টির মাধ্যমে হোক। (অর্থাৎ যেন তার চাহিদাই না থাকে, হয় প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হোক অথবা সেই জিনিসের যেন চাহিদাই না থাকে।)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক ব্যক্তি লিখে যে, দোয়া করুন যেন অমুক মহিলার সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন আমরা দোয়া করব কিন্তু বিয়ের কোন শর্ত থাকবে না, বিয়ে হোক বা তার প্রতি ঘৃণাই জন্মাক না কেন। তিনি দোয়া করেন। কয়েক দিন পর সেই ব্যক্তি লিখে যে, আমার হৃদয়ে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে আমাকেও এক ব্যক্তি এমনটি লিখেছে আর আমিও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রীতি অনুসারে তাকে এই উত্তরই দিয়েছি। সে পরবর্তীতে আমাকে অবহিত করে যে, তার হৃদয় থেকে তার ধারণা বেরিয়ে যেতে থাকে। তো আল্লাহ্ তা'লা দুইভাবে সাহায্য করেন।" (খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪২-৩৪৩) অর্থাৎ আসল বিষয় হলো যে জিনিসের বাসনা থাকে সেই বাসনা এবং সেই অভিষ্ট বস্তু অর্জন হয় অথবা তার পাওয়ার বাসনাই মন থেকে বেরিয়ে যায়। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটিই দোয়া করা উচিত। প্রকৃত বিষয় হলো খোদার সন্তুষ্টি এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে দোয়া করা।

এখনও অনেকেই এভাবে পত্র লেখে যে, আমরা অমুক স্থানে সম্পর্ক করতে চাই, দোয়া করুন যেন এটি হয়ে যায়, আর একই সাথে চেষ্টাও করুন, তার পিতা মাতাকেও বলুন আর সেই জামাতকেও বলুন, নতুবা আমি ধ্বংস হয়ে যাব, আমিও মরে যাব আর দ্বিতীয় পক্ষও মরে যাবে। তো এগুলো বাজে কথা। বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হলো হৃদয়ের প্রশান্তি এবং বংশবিস্তার। তাই খোদা তা'লার কাছে তাঁর কৃপার ভিক্ষা চাওয়া উচিত, যদি খোদার দৃষ্টিতে শুভ হয় তাহলে যেন এ সম্পর্ক হয়, নতুবা মন থেকে সেই আকর্ষন যেন উবে যায়। এই যে জাগতিক ভালোবাসা, আকর্ষণ এগুলো ক্ষনস্থায়ী। জাগতিক ভালোবাসাও খোদার ভালোবাসা বা খোদা প্রেমের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। এমনটি যদি হয় তাহলে জাগতিক প্রেম এবং ভালোবাসাও পুণ্যে পর্যবসিত হবে এবং সর্বদা হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হবে।

এ পৃথিবীর কোন জিনিস নিজ সত্ত্বায় ক্ষতিকর নয় বা নিজ গুনে ক্ষতিকর নয়, এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, 'নাক্সভমিকা'ও একপ্রকার বিষ। এটি খেলে অনেকেই মারা যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ এর মাধ্যমে আরোগ্যও লাভ করে অর্থাৎ এটি ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে আফিমও অনেক বড় ধ্বংসাত্মক জিনিস কিন্তু এর ধ্বংসের মোকাবেলায় এর উপকারিতাও অনেক বেশি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, চিকিৎসকদের মতে, চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী অর্ধেক ঔষধ এমন যাতে আফিম ব্যবহৃত হয়। আর এর উপকারিতা এত বেশি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। মানুষের যখন উৎকণ্ঠা আর ব্যকুলতা থাকে, যখন মানুষের ঘুম হয় না, ব্যথায় অবসন্ন হয়ে মানুষ যখন আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় তখন তাকে মারফিয়া-র ইনজেকশন দেওয়া হয় যার ফলে সে তাৎক্ষণিকভাবে আরাম বোধ করে। সুতরাং পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা নিজ সত্ত্বায় ক্ষতিকর। ক্ষতি শুধু অনুচিত ব্যবহারের সাথে সম্পর্ক রাখে যা মানুষেরই ভুল ভ্রান্তির ফসল। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) রোগ বালাইকে নিজের প্রতি আর

আরোগ্যকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপিত করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে একজন মুসলমান আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাস রাখার পরও যখন কোন কাজে ব্যর্থ হয় তখন সে বলে বসে যে, আমি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ব্যর্থ করেছেন, অর্থ্যাৎ সাফল্যের বাহবা সে নিজে নেয় আর ব্যর্থতার জন্য আল্লাহ্ তা'লাকে দায়ী করে।"

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৯-১৭০)

সুতরাং সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, প্রকৃত বা সত্যিকার মু'মিনের কাজ হলো কোন কাজের যখন ভালো ফলাফল প্রকাশ পায় তখন তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ্ বলা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সফল করেছেন আর কুফল বা ক্ষতিকর ফলাফল সামনে আসলে তার 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন' পড়া উচিত আর বলা উচিত যে, আমি আমার অপূর্ণতা আর অক্ষমতার কারণে ব্যর্থ হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বরকত এবং আশিষ লাভ করে অক্ষমতা এবং অপূর্ণতাকে যে ব্যক্তি নিজের প্রতি আরোপ করে এবং সাফল্য পেলে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে এমন লোকদের প্রতি খোদা তা'লা কৃপা এবং করুণা করেন আর করুণা প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, আমার বান্দা সাফল্যকে আমার প্রতি আরোপ করে, তাই আমি তাকে আরও অধিক সাফল্যে ভূষিত করব।

অনেক সামান্য সামান্য কথাও বড় বড় ফলাফল বয়ে আনে, এই কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি কোন মহিলার কাহিনী শুনাতেন। তার একটি মাত্র সন্তান ছিল। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে সে মাকে বলে যে, এমন কোন জিনিসের নাম বলুন যা আমি ফিরে আসলে আপনার জন্য তোহ্ফা হিসেবে নিয়ে আসতে পারি আর আপনি তা দেখে আনন্দিত হতে পারেন। মা বলেন, তুমি যদি নিরাপদে ফিরে আস তাহলে এই কথাই আমার জন্য আনন্দের কারণ হবে। ছেলে জোর দেয় যে, আপনি অবশ্যই এমন কোন জিনিসের কথা বলুন। মা তখন বলেন যে, ঠিক আছে, যদি কিছু আনতেই চাও তাহলে পোড়া রুটির টুকরো যত বেশি পার নিয়ে এস যেন তা দেখে আমি আনন্দিত হতে পারি। ছেলে এটিকে খুবই তুচ্ছ বিষয় মনে করে বলে যে, আরো কিছু বলুন। মা বলেন, এটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করতে পারে। যাহোক সে চলে যায়। এরপর সে যখন রুটি বানাতো তখন ইচ্ছা করে রুটি জ্বালিয়ে ফেলত যেন পোড়া টুকরো বেশি বেশি জমা করা যায়, রুটির কিছু অংশ সে নিজে খেয়ে ফেলত আর পোড়া অংশ একটি থলিতে জমা করত। কিছুকাল পর ঘরে ফিরে পোড়া রুটির টুকরোর অনেকগুলো থলি সে তার মায়ের সামনে রেখে দেয়। মা এটি দেখে খুবই আনন্দিত হন। সে বলে যে, মা! আপনার কথার আনুগত্যে আমি এটি তো করলাম কিন্তু এখনও বুঝতে পারলাম না যে ব্যাপার কি। মা বলেন, তুমি যখন গিয়েছ তখন এটি বলা যুক্তিযুক্ত ছিল না, তবে এখন বলছি। অর্ধ পাকা খাবার খাওয়ার কারণে মানুষের অনেক রোগ-ব্যাধি হয়। আমি তোমাকে পোড়া রুটির টুকরো এজন্য আনতে বলেছি যে, তুমি এই পোড়া টুকরোর জন্য রুটি এমনভাবে তৈরী করবে যা কোন সময় জ্বলে যাবে বা পুড়ে যাবে আর তুমি এই পোড়া অংশ রেখে দিবে আর বাকী অংশ খাবে, এর ফলে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আর এমনটিই হয়েছে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৮-১৮৯)

এটি বাহ্যত সামান্য একটি কথা। মা যদি ছেলেকে সরাসরি বলতেন যে, রুটি ভালো করে তৈরী করে খাবে তাহলে ছেলে বলতে পারত যে, আমি একজন সাবালক, আমি নির্বোধ নই যে কাঁচা রুটি খাব। হুযূর বলেন, আমি এই যুগেও দেখেছি যে, অধিকাংশ মানুষ এই নির্বুদ্ধিতার শিকার আর কাঁচা রুটিই তারা বড় আগ্রহের সাথে খেয়ে চলেছে। তো মায়ের এই কথা সেই ছেলেকে সুস্থ্য রাখার কারণ হয়েছে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমার এই অবতরণীকার উদ্দেশ্য হলো, (আসলে খুতবায় তিনি একটি বিষয় বর্ণনা করছিলেন) তিনি বলেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করে ছোট ছোট কথা বলা হয় বা বর্ণনা করা হয় অথচ এই সব কথা পূর্ব থেকেই আমাদের জানা আছে। হুযূর বলেন যে, জানা থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা মেনে চলে না। দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দু'টো মৌলিক শর্ত রয়েছে যা স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ আমার কথা মান এবং আমার ওপর ঈমান আন। এ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেমন: দরুদ পড়, সদকা দাও, কিন্তু কুরআন শরীফে এই দুটি মৌলিক কথার উল্লেখ রয়েছে। মানুষ বলে যে, আমরা জানি, আমাদের জানা আছে কিন্তু এর ওপর তাদের আমল নেই। অনেকে আমাকে এটিও লেখে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন নি। এটি খোদার ওপর অপবাদ আরোপ করার নামান্তর। সত্যিকার অর্থে এটি ঈমানের দুর্বলতাও বটে। কিছুকাল পূর্বে এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলে যে, আমি অনেক দোয়া করেছি কিন্তু গৃহীত হয়নি, এর কারণ কি? আমি তাকে বললাম যে, আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي অর্থাৎ আমার নির্দেশ মেনে চল, তুমি কি খোদার সমস্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চল? সে বলে যে, না। সুতরাং আমাদেরকে প্রথমে নিজেদের অবস্থা যাচাই করতে হবে যে, আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার কথা মেনে চলছি। এছাড়া يُؤْمِنُوا بِي এর ওপরও মানুষ প্রতিষ্ঠিত নয়। দোয়া যদি গৃহীত না হয় আমরা মনে করি যে, দোয়া গৃহীত হয়নি, যেহেতু বাহ্যত দোয়া কবুল হয়নি তাই ঈমান দূর্বল হয়ে গেছে। অতএব ঈমান তো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত হওয়া প্রয়োজন, যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুর্বলতার জন্য নিজেকে দায়ী করা উচিত আর সাফল্য খোদা তা'লার প্রতি আরোপিত হওয়া উচিত। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দা আমার কাছে আশা রাখে যে, আমি তার দোয়া গ্রহণ করব বা করে থাকি, তো এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণ এবং কবুল করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার তৌফিক দিন, আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করুন, আর আমাদের দোয়াকে গ্রহণ যোগ্যতার মর্যাদা দান করুন।

নামাযের পর এক ভাই-এর গায়েবানা জানাযা পড়াব। গ্লাসগোর সৈয়্যদ আসাদুল ইসলাম শাহ্ সাহেবের জানাযা এটি, যিনি সৈয়্যদ নঈম শাহ্ সাহেবের পুত্র। তার দাদা এবং এই পরিবার জামাতের বড় নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত প্রাণ এক পরিবার। ২০১৬ সনের ২৪শে মার্চ ৪০ বছর বয়সে এক দুষ্কৃতকারীর হামলায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। ২৪ শে মার্চ তারিখে গ্লাসগোতে তাকে তার দোকানের বাইরে মারাত্মক আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে তাকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বেই তিনি মারা যান। আহমদী হওয়ার কারণে তাকে শহীদ করা হয়েছে এবং তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আর শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন। প্রচার মাধ্যম এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান তার প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়েছে। সরকারের কাজ হলো, এ সকল উগ্রপন্থীদের বিরত রাখা নতুবা এখানেও যদি মৌলভীদের লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা এদেশেও সেই সকল নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে যা অন্যান্য মুসলমান দেশে এরা সৃষ্টি করে রেখেছে।

মরহুম ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারিতে রাবওয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নুসরত জাঁহা একাডেমি থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে ১৯৯৮ সনে গ্লাসগো চলে আসেন এবং তার পিতার সাথে ব্যবসার কাজে যোগ দেন। তিনি ওসীয়্যতও করেছেন, রীতিমত চাঁদাও দিতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিপোর্ট অনুসারে রীতিমত খোদ্দামুল আহমদীয়ার কার্যক্রমে অংশ নিতেন, ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করতেন, চাঁদাও দিতেন, রীতিমত জুমুআর নামাযে আসতেন। অধিকাংশ ইজতেমায় তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। আসাদ শাহ্ সাহেব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের ডাক্তার নাসিরুদ্দীন কৃমর সাহেবের জামাতা ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ মাঝে মাঝে তিনি মনস্তাত্ত্বিক রোগের আক্রমণেরও শিকার হতেন। যাহোক রিজিওনাল আমীর সাহেব জানিয়েছেন যে, তার সাথে যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় তিনি সব সময় খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন। অনেকের এই ভুল ধরনা রয়েছে যে, তিনি হয়তো জামাত ছেড়ে দিয়েছেন, এটি সঠিক নয়, তিনি আহমদী ছিলেন এবং আহমদীয়াতের কারণে শাহাদত বরণ করেন আর শেষ পর্যন্ত রীতিমত খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং জামাতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছিলেন।

কাবাবীরের মুরুব্বী শামসুদ্দিন সাহেব লিখেন, আসাদ সাহেব-এর স্ত্রী তৈয়্যবা সাহেবার সম্পর্ক কাদিয়ানের সাথে। তার স্ত্রী সামসুদ্দিন সাহেব এর স্ত্রীর চাচাত বোন হন। ইনি বলছেন যে, কয়েক বছর পূর্বে এই অধম দু'বার তার ঘরে যাওয়ার সুযোগ পায়। এক রাতে সেখানে অবস্থানেরও সুযোগ হয়। উভয়বার এই অধমের কাছে জামাতী এবং তবলীগি কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। কোন জাগতিক কথাবার্তা হয় নি। উভয় রাতে আমি তাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন আর তার নিকট আত্মীয়, তার পিতা-মাতা এবং স্ত্রীকে ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন। নামাযের পর যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,5th May, 2016 Issue No. 9

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

‘ইলহাম’-এর প্রকৃতি

অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলম

ইলহাম কী? এটি কি কেবল একটি পরিভাষা যা মানুষের চেতন এবং অবচেতন মনের অন্বেষণকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয় না কি এর উৎস কোন বাহ্যিক কোন সত্তা যা মানুষের জ্ঞানের অতীত?

ইলহামের উপর বিশ্বাসীদের মধ্যেও এর প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। যেমন, বৌদ্ধমত, কনফুশিয়াসের মতবাদ, তাউ মতবাদ-এর অধিকাংশ অনুগামীদের ধারণা তাদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শকরা নিজেদের চেতন এবং অবচেতন মনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে তাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। তাদের বিশ্বাস, সত্যতা মানুষের আত্মার মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবে অবস্থান করে। ‘ইলহাম’ হল এই চিরন্তন সত্যের উৎসকেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যম। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মমত অনুসারে ইলহাম একটি বাহ্যিক সত্তা অর্থাৎ একটি চিরন্তন ও অনাদি এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার উৎস খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়।

যদি আমাদের গবেষণার পরিসরকে বিস্তৃত করি তবে জানতে পারব যে, ধর্মের সাক্ষ্য প্রদান ব্যতিরেকেও ইলহামের অনেকগুলি বিশ্বস্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ অনেক বিজ্ঞানীর এমন কৌতুল উদ্দীপক ঘটনা রয়েছে যারা ইলহাম প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেদের জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন।

১৮৬৫ সালে একজন জার্মান রসায়নবিদ ফ্রেডরিক আগস্ট কাকুলে রসায়নের এমন একটি জটিল সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় ছিলেন যা সমস্ত গবেষকদেরকে চিন্তিত করে রেখেছিল। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে একটি সাপ নিজের লেজ মুখে করে কামড়ে ধরে আছে। এই স্বপ্নটি তাঁকে সঠিক পথের দিশা দেয় এবং অবশেষে তিনি সেই জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে পান। এভাবে একটি রহস্যের উন্মোচন হয় যে, কিছু বিশেষ জৈব যোগে অণু কিরূপ আচরণ করে। এটি এমন একটি গবেষণা ছিল যা জৈব রসায়ন গবেষণার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দেয়। ফ্রেডরিক কেকুলে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, বেঞ্জিনের অণুতে কার্বন পরমাণুগুলি একটি বৃত্তাকার বলয় সৃষ্টি করে। এই আবিষ্কারের ফলে অনেক উন্নত ধরণের কৃত্রিম জৈব রসায়নের সূত্রপাত হয় যার পরিণামে কৃত্রিম যৌগ পদার্থ তৈরীর পথ উন্মোচিত হয়। বর্তমান যুগের ঔষধ শিল্প অনেকাংশে এই কৃত্রিম যৌগের উপর নির্ভরশীল এবং সমগ্র মানবজাতি ফ্রেডরিক কেকুলের সেই স্বপ্নের কৃপাধন্য যার মাধ্যমে তিনি একটি জটিল সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

ইলিয়াস হুও হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেন। তিনিও স্বপ্নের মাধ্যমে এমন একটি সমস্যার সমাধান করেন যা দীর্ঘ সময় তাঁকে চিন্তিত করে রেখেছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে কিছু জঙ্গলি মানুষ তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখে তাঁকে হুমকি দিয়ে বলছে যে যদি তিনি সেলাই মেশিন তৈরী না করেন তা হলে তারা তাঁকে হত্যা করবে। তাদের দাবী পুরন না হওয়ায় তারা তাঁকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে তীর ও বল্লমের দিয়ে আক্রমণ করে। তাদের বল্লমের শিরোভাগে ছিদ্র দেখে তিনি যারপরনায় আশ্চর্য হন। ঘুম থেকে জাগার পর তার সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল। এই স্বপ্নটি তাঁকে সেলাই মেশিন তৈরীর প্রাথমিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে দিশা দেখিয়েছিল যা পরবর্তীতে সেলাই শিল্পে আশ্চর্যজনক বিপ্লব সাধনের ক্ষেত্রে সহায়ক হত। ইলিয়াস হুও এই স্বপ্নটির এই রূপ ব্যাখ্যা করেন যে, সূঁচের ডগায় ছিদ্র রাখার বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। অবশেষে এটিই একটি বাহ্যতঃ অসম্ভব বিষয়ের সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। যদি তিনি এই স্বপ্ন না দেখতেন তবে সেই দুঃখ জনক অবস্থার কথা চিন্তা করাও কষ্টকর ছিল মানুষ বর্তমানে যার সম্মুখীন হত। বস্তুতঃ এই আবিষ্কারের কারণে একটি বিরাট বিপ্লব ঘটে।

এই ধরণের অভিজ্ঞতার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল ইলহাম মানুষের অবচেতন অবস্থা থেকে উদ্ভুত একটি বিস্ময়। মানুষ যখন নিদ্রার পূর্বে কোন জটিল বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার চেতনা সেই ভাবনাগুলিকে অবচেতন অবস্থার দিকে পাঠিয়ে দেয় এবং অবচেতন মস্তিষ্ক সেই সমস্ত তথ্যের উপর গভীর বিশ্লেষণ আরম্ভ করতে থাকে এবং অবশেষে কাঙ্খিত সমাধান খুঁজে পায়। এই সমাধান অনেক সময় স্বপ্নের মাধ্যমে জ্ঞাত হতে পারে অথবা শ্রুতিগ্রাহ্য বাণী আকারের গোচরে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ কি এটাই হবে যে, বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত প্রকারের ইলহাম,তা সেই যে উপায়েই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, মানুষের অবচেতন মন থেকেই উদ্ভুত ?

উপরোক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, সেই সমাধানগুলির জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য তার সজাগ মনের মধ্যে পূর্বে থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং অবচেতন মন সেগুলিকে কোন এক অজ্ঞাত রহস্যময় পন্থায় একত্রিত করেছে মাত্র। ঐশী প্রত্যাদেশ (ইলহাম) সম্বন্ধে সমগ্র মানবজাতির অভিজ্ঞতার ওটাই কি তাহলে সার কথা নাকি মানুষের চিন্তা শক্তির বাইরেও আরও কোন সত্তা বিরাজ করছে?

পৃথিবীর প্রমূখ ধর্মীয় মতবাদ অনুযায়ী নবীগণ এবং অন্যান্য অনেক পুতঃ পবিত্র মানুষদের প্রতিও ইলহাম হয়েছিল যার উৎস ছিল বহিঃস্থ কোন সত্তা বা ভিন্ন বাক্যে খোদা তা’লা। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা এই মতবাদকে ভ্রান্তধারণার পরিণাম বলে মনে করে। তাদের মতে যেহেতু পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর ব্যক্তিরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কোন বহিঃস্থ সত্তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী রূপে আখ্যায়িত করেছে, এই কারণে তারা তাদের উপর ইচ্ছাকৃত ভাবে জালিয়াতি করার অভিযোগ আনে না। যদি তাই হয়, তবে তথা কথিত সমস্ত ঐশী ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। কিন্তু এমন সব গুরুতর অভিযোগের সত্যতা তখনই প্রমাণিত হবে যখন এই দাবির স্বপক্ষে বাইরের সূত্র থেকে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

যেহেতু এমন প্রত্যেক দাবিদারের সত্যতা যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন জটিল এবং পরিশ্রম সাধ্য বিষয়, অতএব আমরা এটিকে কুরান করীম দ্বারা উপস্থাপিত মানদন্ডের বিচারের যাচাই করার চেষ্টা করব। অধিকাংশ প্রমূখ ধর্মের ভিত্তি এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেন নি বরং তার যাবতীয় বিষয়ে তত্ত্বাবধান করে এসেছেন। আর যখনই মানুষের পথ-প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, আল্লাহ তা’লা তাঁর নবীগণের মাধ্যমে যাকে চান পথ-প্রদর্শন করেন। তিনি নিজ অস্তিত্বের জানান দিয়ে মানবজাতিকে নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন যাতে মানুষ নিজের জীবনকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে গড়ে তোলে। যদি এটি সত্যি হয়, তবে ইলহাম (ঐশী প্রত্যাদেশ) কে অনুভুতিজাত অনুপ্রেরণা থেকে সতন্ত্র ও অনন্য জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করতে হবে এবং যৌক্তিকতার উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে।

মানবীয় চিন্তাশক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ইলহাম (ঐশী প্রত্যাদেশ) হল আন্তরিক অনুভুতি ও অভিজ্ঞতা যা মানুষের অন্তরাত্মায় সঞ্চারিত হয়। এই কারণেই ইলহাম (ঐশী প্রত্যাদেশ) এবং অবচেতনাজাত অনুভুতিকে পরস্পর গুলিয়ে ফেলা হয়। প্রায় প্রত্যেকেই জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে অনুভুতিজাত এমন বিশেষ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের মনের মধ্যে নিত্য-নতুন কল্পনা জাল বোনার একটি অভ্যন্তরীন তন্ত্র বিদ্যমান যা এত সুস্পষ্ট দৃশ্য-ভ্রম তৈরী করে যে, সেই অভিজ্ঞতার সম্মূখীন ব্যক্তিদের কাছে তা বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হয়। (ক্রমশঃ)

(Revelation, Rationality, knowledge and Truth : P-209-211)

একের পাতার পর.....

এবং তাঁহার গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের ও শোভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়া যায় এবং তাঁহার মর্যাদা, প্রতাপ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে ভয় করিতে থাকে। এইভাবে সে দিনের পর দিন খোদা তা’লার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। এমনকি সকল হীন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার পর তাহার আত্মাই কেবল থাকিয়া যায় এবং তাহার হৃদয় পটে খোদার প্রেম পরিপূর্ণ হইয়া যায়। খোদার সত্তাকে দেখার দরুন তাহার নিজের সত্তার উপর মৃত্যু নামিয়া আসে এবং মৃত্যুর পর সে এক নূতন জীবন লাভ করে। তখন এই আত্ম-বিলীনতার অবস্থায় বলা হয় যে, সে তওহীদ লাভ করিয়াছে। অতএব, আমি ইতিপূর্বেই লিখিয়াছি যে, মুক্তির উৎস ঐ কামেল (পরিপূর্ণ) তওহীদ কামেল নবীর অনুবর্তিতা ব্যতী অর্জন করা সম্ভব নহে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৭-১১৯)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir